দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

১৮৮৩
২৪

এসএসসিতে আবার ফলাফল বিপর্যয় ঘটলে শাস্তি

চট্টগ্রামের ২১০ স্কুলের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলের আশঙ্কা

আইয়ুব আলী

২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ন্যূনতম ৪০ শতাংশ না হলে চট্টগ্রামের ২১০টি স্কুলের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করে দেবে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড। গত (২০০৭) সালের এসএসসি পরীক্ষায় এসব স্কুলের ৪০ শতাংশের কম শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ায় শিক্ষা বোর্ড এ কড়াকড়ি সিদ্ধান্ত নেয়। একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো ৯ম শ্রেণীতে কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাতে পারবে না এবং অংশ নিতে পারবে না বোর্ডের পরীক্ষায়। এছাড়া বন্ধ হয়ে যাবে শিক্ষকদের সরকারী বেতন-ভাতা। মাধ্যমিক স্কুলগুলোর একাডেমিক স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বোর্ড পরীক্ষায় পাস করতে হয়। এতদিন এ নিয়মটি থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি। তবে এবার থেকে তা কার্যকর করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড। বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ জানান, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলে উন্নতি না হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করতে বাধ্য হবে বোর্ড। ইতোমধ্যে স্কুলগুলোকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৮৯৪ টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে মাত্র ২১ টি স্কুলের পাসের হার ছিল শত ভাগ। বাকী ৮৭৩ টি স্কুলের মধ্যে ২১০ টি স্কুলের পাসের হার ছিল ৪০ শতাংশের নীচে। ৪০ শতাংশের কম পাসকরা এসব স্কুল এবারের (২০০৮ সালের) এসএসসি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হলে বোর্ডের একাডেমিক স্বীকৃতি নবায়ন করতে পারবে না। চট্টগ্রাম জেলার ৬২১ টি স্কুলের মধ্যে ১৩১ টি স্কুল রয়েছে এ তালিকায়। এর মধ্যে মহানগরীর ৪ টি স্কুল রয়েছে। ৪০ শতাংশের কম শিক্ষার্থী পাস করেছে এমন স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী রাউজান থানায়। এ থানায় এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা ২৭ টি। এর পরেই রয়েছে পার্শ্ববর্তী থানা রাঙ্গুনিয়া। এ থানায় ১৭ টি স্কুল রয়েছে একাডেমী স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার ১৪ টি, বাঁশখালী থানার ১৩ টি, মীরসরাই থানার ১১টি, বোয়ালখালী থানার ৯টি, চন্দনাইশ থানার ৮টি, সন্দ্বীপ থানার ৭টি, সাতকানিয়া ও আনোয়ারা থানার ৫টি করে, লোহাগাড়া থানার ৩ টি এবং পটিয়া, সীতাকুণ্ড ও হাটহাজারী থানার ২ টি করে স্কুল রয়েছে ৪০ শতাংশের কম শিক্ষার্থী পাস করার তালিকায়। কক্সবাজার জেলার ১২২ টি স্কুলের ১৭ টি স্কুল, রাঙ্গামাটি জেলার ৭৩ টি স্কুলের ৩০ টি স্কুল, খাগড়াছড়ি জেলার ৪৭ টি স্কুলের ২৩ টি স্কুল এবং বান্দরবান জেলার ২৭ টি স্কুলের ৯ টি স্কুল রয়েছে তালিকায়। জানা যায়, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার রোসাংগিরি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাত্র ১০ জন ছাত্রী গত এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলেও কেউই পাস করতে পারে নি। একই চিত্র সন্দ্বীপ থানার মোমেনা সেকান্দর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের। সরকারী এ স্কুল থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মাত্র ৪ জন ছাত্রী। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার ৮ টি, রাঙ্গামাটি জেলার ৬ টি, খাগড়াছড়ি জেলার ৮ টি, বান্দরবান জেলার ৩টি এবং কক্সবাজার জেলার ১ টি স্কুলের পাসের হার ছিল ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। চট্টগ্রাম জেলার ২৬ টি স্কুলের পাসের হার ছিল ৩০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। কক্সবাজার জেলায় এ সংখ্যা ২ টি। শতকরা পাসের এ হারে রয়েছে রাঙ্গামাটির ১২ টি, খাগড়াছড়ির ১০টি ও বান্দরবানের ৩টি স্কুল। এসএসসি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল করতে ব্যর্থ হওয়ায় গত আগস্ট মাসে স্কুলগুলোকে শোকজ করা হয়েছে। স্কুলগুলো খারাপ ফলাফলের কারণ হিসেবে শিক্ষক স্বল্পতা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুলের অবস্থান, অভিভাবকের অসেচতনতাসহ বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছে নোটিশের জবাবে। এ বছর ফলাফল ভালো না হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকে বড় ধরনের বিপাকে পড়তে হবে বলে জানান বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর আলী হোসেন। তিনি ফলাফল ভালো না হলে স্কুলগুলোর একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হবে বলে জানান।